ইউনিট ১
শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও প্রকারভেদ

ইউনিট ১ শিক্ষাক্রমের স্বরূপ ও প্রকারভেদ

মানবীয় প্রচেষ্টা মাত্রই লক্ষ্যমুখী। অন্যকথায়, আমরা যে কাজগুলো করে থাকি সে সব এক বা একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনে পরিচালিত হয়। আর এ কাজগুলো সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। সাধারণভাবে শিক্ষাক্রম শিক্ষার সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও স্তরভিত্তিক সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা বিশেষ।

শিক্ষাক্রম বা 'কারিকুলাম' শব্দটির ল্যাটিন শব্দ উৎপত্তি হয়েছে Currere থেকে। 'Currere' শব্দের অর্থ হল 'Course of study'। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, ল্যাটিন শব্দ 'Currer' থেকে কারিকুলাম এসেছে। এই 'Currer' শব্দের অর্থ হল 'ঘোড়দৌড়ের পথ'। শিক্ষাক্রমের শাব্দিক অর্থ যাই হোক না কেন, বর্তমানে এর পরিধি প্রসারিত হয়েছে। অতীতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে সমার্থক বলে গণ্য করা হত। কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর প্রসারিত হচ্ছে। শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলেছে।

শিক্ষাক্রমের ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাক্রমের যাবতীয় কার্যক্রম আবর্তিত হয়। সে বিবেচনায় শিক্ষাক্রমের ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জাতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রধান উৎস হল সে জাতির চাহিদা, প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্ক্ষা। কোন দেশ বা জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে জাতীয় চাহিদা ও প্রয়োজন নির্ণীত হয়ে থাকে। আর এসব কিছুর মূল হল - জাতীয় জীবনদর্শন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, একটি জাতির জীবনদর্শন থেকেই সে জাতির শিক্ষা দর্শনের উৎপত্তি হয়। আর শিক্ষাদর্শনই শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে থাকে।

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই আমরা শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিসর, প্রয়োজনীয়তা, জাতীয় আদর্শ, শিক্ষা ও শিক্ষক্রমের সঠিক রূপদান সম্বন্ধে আলোচনা করব।

পাঠ ১.১ শিক্ষাক্রম

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষাক্রমের কয়েকটি ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন এবং
- এ প্রসঙ্গে কয়েকজন শিক্ষাক্রমবিশেষজ্ঞের সংজ্ঞা বিবৃত ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যবহারিক সংজ্ঞা

শিক্ষা ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ ইত্যাদির বিকাশ ও উন্নয়ন করে থাকে। এ দিকগুলোর বিকাশ ও গড়ে তোলার সামগ্রিক যোগান বা পরিকল্পনাকে সাধারণভাবে শিক্ষাক্রম বলা যায়। শিক্ষাক্রমের ব্যবহারিক দিকের ওপর লক্ষ্য রেখে আমরা একে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করতে পারিঃ

- সুনির্দিষ্ট কয়েকটি লক্ষ্যের ভিত্তিতে নির্ণীত শিখন অভিজ্ঞতা, পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং শিক্ষাদান কার্যাবলির সমন্বিত রূপরেখাই হচ্ছে শিক্ষাক্রম।
- শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে তাদেরকে যথাযথ শিখন অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সুবিন্যস্ত কর্মকাণ্ডকে শিক্ষাক্রম বলা হয়।
- বিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের জন্য পূর্বনির্ধারিত ও পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি অর্জন এবং তার স্বীকৃত স্বরূপকে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্রম বলে।

উল্লিখিত প্রসঙ্গে আমরা কয়েকজন শিক্ষাক্রম-বিশেষজ্ঞ প্রদত্ত সংজ্ঞা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে পারি ঃ

বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে শিক্ষাক্রম

শিক্ষাক্রমের প্রবক্তা রাফ টাইলার শিক্ষাক্রমের সরাসরি সংজ্ঞা প্রদান না করে চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের একটি স্বচ্ছ ধারণা দানের চেষ্টা করেছেন। এ প্রশ্নগুলো হচ্ছে -

- শিক্ষা কি কি উদ্দেশ্য অর্জন করবে?
- কি কি শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিদ্যালয় উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জন করবে?
- এ সকল শিখন অভিজ্ঞতা কি উপায়ে সংগঠন ও বিন্যাস করা যাবে?
- উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয়েছে কি না তা কিভাবে যাচাই করা যাবে?

উপরিউক্ত প্রশ্নসমূহ থেকে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, একটি শিক্ষাক্রমে - উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা, শিখন অভিজ্ঞতার সংগঠন ও বিন্যাস এবং এসব শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের মাত্রা নিরূপণের জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়া - এই চারটি দিক অন্তর্ভুক্ত থাকে।

- হিলডা তাবার মতে যুগের চিন্তাভাবনার অবয়বহীন ফসলই হল শিক্ষাক্রম (The amorphous product of generations of thinking)। অন্য কথায়, শিক্ষাক্রমে সমকালীন জগৎ ও জীবনের প্রতিফলন ঘটে।
- হুইলার শিক্ষাক্রম বলতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিষয়বস্তু শনাক্তকরণ, বিষয়বস্তু সংগঠন, মূল্যায়ন ইত্যাদির একটি বৃত্তাকার প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন।
- কার এর মতে বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত যাবতীয় শিখন যা বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে দলগত বা ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করা হয় তাই শিক্ষাক্রম। (All learning which is planned or guided by the school whether it is carried on in groups or individually inside or outside the school).

- সেলর ও আলেকজাণ্ডার মনে করেন, শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে বা বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের শিখনকে প্রভাবান্বিত করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টার সমষ্টিই শিক্ষাক্রম। (All the efforts of the schools to influence learning of the pupils carried out in the classroom, playground or outside the school).
- ওচস - এর মতে শিক্ষাক্রম –
  - কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরের জন্য কেবল একটি বিষয়ের জন্য একটি কার্যক্রম।
  - কোন একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তরের জন্য একটি বিষয়ের একটি কার্যক্রম।
  - কোন একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তরের জন্য বহু বিষয়ের একটি কার্যক্রম।
- লেভির মতে, বর্তমানে শিক্ষাক্রম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, এতে সংযোজিত হচ্ছে শিক্ষার্থীর তৎপরতা, নানা রকম শিখন-শেখানো সামগ্রী, শিক্ষাদানের কলা-কৌশল, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি। তাঁর বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

  "In more recent years, however, the meaning of the term curriculum has been broadened to encompass detailed plans of students activities, a variety of study materials, suggestions for learning strategies, arrangements for putting the programme into use etc."

উপরে বর্ণিত সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সময়ের পরিবর্তন, শিক্ষার বহুমুখী চাহিদা, জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের ফলে শিক্ষাক্রমের ধারণা ও প্রকৃতি ও পরিসরের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। তাই শিক্ষাক্রমকে গতিশীল রাখার জন্য ধারাবাহিকভাবে পরিমার্জন ও নবায়ন করতে হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। শিক্ষাদর্শনের উৎস কি?
- ক) রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ও আদর্শ
- খ) জাতীয় জীবনদর্শন
- গ) জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা
- ঘ) সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা

২। সেলর ও আলেকজাণ্ডার শিক্ষাক্রমকে কিভাবে দেখেছেন?
- ক) বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে শিক্ষা প্রচেষ্টার সমষ্টি
- খ) বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কর্ম প্রচেষ্টার সমষ্টি
- গ) বিদ্যালয় ও সমাজের যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম
- ঘ) বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ কার্যক্রম

৩। রাফ টাইলার শিক্ষাক্রমের ধারণা দিতে দিয়ে কোনটিকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন?
- ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য
- খ) শিখন অভিজ্ঞতা
- গ) অভিজ্ঞতার সংগঠন
- ঘ) মূল্যায়ন

পাঠ ১.২ শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত ধারণা বিবর্তনের ধারা উপস্থাপন করতে পারবেন।

আমরা আগেই বলেছি যে, শিক্ষাক্রমের পরিসর বহু বিস্তৃত। শিক্ষাক্রম কেবল একটি বিষয়ে একটি শ্রেণীর জন্য প্রণীত হতে পারে। আবার একটি বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তরের জন্য শিক্ষাক্রম তৈরি করা যেতে পারে। এছাড়া একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তরের সকল বিষয়ের জন্য শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পাঁচ বছর মেয়াদী এবং এতে এগারটি বিষয় রয়েছে।

প্রকৃতি ও পরিসর

উপরের আলোচনা থেকে আমরা শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা পাই। নিচে এই ধারণাগত দিকগুলো স্পষ্টতর করা হল ঃ

- শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য এবং তা অর্জনের বিশদ পরিকল্পনা।
- শিক্ষাক্রম শুধু কর্মতৎপরতা নয়, কর্মতৎপরতার সামগ্রিক নীলনক্শা এবং কর্মসম্পাদনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াও বটে।
- শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক হল ঃ
  - শিক্ষার্থীরা কি শিখবে?
  - তাকে শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি করার নির্ণায়ক কি হবে?
  - কত সময় ধরে শিক্ষার্থী শিখবে এবং শিক্ষাদানে শিখনসামগ্রী কি হবে?
  - কে শেখাবে এবং তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি হবে?
  - শিক্ষার্থীর অর্জিত শিক্ষাকে কিভাবে পরিমাপ করা হবে?
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করতে হয় তা হল ঃ শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান রক্ষার জন্য পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহ বা যোগান অব্যাহত রাখা।
- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তু, শিখন-সামগ্রী প্রণয়ন, উৎপাদন, সরবরাহ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিস্তরণ), বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষাদান সহায়ক উপকরণ, শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ইত্যাদি সবই যেন একীভূত ও অভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। আর তা হলেই শিক্ষাক্রম একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থায় পরিণত হয়।
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উভয়ের জন্যই শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়ে থাকে।

শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর নিরূপণে বিবেচ্য দিকসমূহ

এ ছাড়া শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা নির্ধারিত হয়।

- সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত
- সমাজের চাহিদা
- জনগণের মৌলিক ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাস
- বিদ্যালয়ের বাইরের সমকালীন জীবন ব্যবস্থা
- দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা

- বস্তুগত সম্পদের প্রাপ্যতা
- শিক্ষার্থীর চাহিদা
- সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড
- ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের রূপরেখা ইত্যাদি।

শিক্ষাক্রম একটি নির্দিষ্ট সমাজ ও সংস্কৃতি, শিক্ষার্থী/লক্ষ্য দল (Target Group), শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রণীত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে কোন্‌টি অপরিহার্য?
- ক) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান
- খ) শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিতকরণ
- গ) প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান
- ঘ) সমাজ ও বিদ্যালয়ের সহযোগিতা অর্জন

২। শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর নিরূপণে কোন্‌টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ?
- ক) শিক্ষার্থীর চাহিদা
- খ) শিক্ষকের মতামত
- গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- ঘ) নীতি ও মুল্যবোধ

৩। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে বিষয়ের মোট সংখ্যা কত?
- ক) ৯
- খ) ১০
- গ) ১১
- ঘ) ১২

পাঠ ১.৩ শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত ধারণার বিবর্তন ও প্রয়োজনীয়তা

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত ধারণার বিবর্তন পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বিবৃত করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম ঃ ধারণাগত বিবর্তন

সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অন্যথায় শিক্ষা জীবন থেকে দূরে সরে দিয়ে কেবল কেতাবি শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই যুগ যুগ ধরে শিক্ষাকে সচল ও যুগোপযোগী রাখার জন্য শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন আনতে হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষাক্রমের নামকরণেও বিভিন্ন সময়ে বিবর্তন এসেছে অবধারিতভাবে। এখানে শিক্ষাক্রমের নামকরণ তথা শিক্ষাক্রমের ধারণার বিবর্তন সংক্ষেপে ও পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল ঃ

- **শিক্ষাক্রম তৈরি করা ও শিক্ষাক্রম নির্মাণ করা**
  (Curriculum Making and Curriculum Construction)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিক্ষাক্রম তৈরি করা বা নির্মাণ করা এ সকল শব্দাবলি ব্যবহার করা হত। এর মধ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কিছু শিখনীয়.বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত ছিল।

- **শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করা ও শিক্ষাক্রম নির্ধারণ করা**
  (Curriculum Preparation and Curriculum Formulation)

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিক্ষাক্রম প্রস্তুত ও নির্ধারণে কিছুটা নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। শিক্ষাক্রম প্রস্তুতকরণে উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পাঠ্যসূচি, শিখন সামগ্রী তৈরি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

- **শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ও শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা**
  (Curriculum Planning and Curriculum Management)

পরিকল্পনা বলতে কোন কাজ আগে থেকেই নির্দিষ্টকরণ এবং তা কিভাবে করা হবে তার রূপরেখাকে বোঝায়। ব্যবস্থাপনা বলতে একটি ব্যবস্থা (সিস্টেম) পরিচালনা বোঝায়। কিন্তু শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বলতে পরিকল্পনা স্তর থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়কে বুঝিয়ে থাকে।

- **শিক্ষাক্রম উন্নয়ন (Curriculum Development)**

বিশ শতকের ষাটের দশকে শিক্ষাব্যবস্থার একটি আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে শিক্ষাক্রম এর আবির্ভাব ঘটে। ফলে শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত ধারণার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং শিক্ষাক্রম উন্নয়নে আরও সুবিন্যস্ত কলাকৌশল অনুসৃত হয়। এ কারণেই শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন যে, এটি হল শিক্ষাক্রম রচনার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশেষ। কারণ এতে রয়েছে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সামাগ্রিক পরিকল্পনা এবং সুবিন্যস্ত ধারাবাহিক পদ্ধতি ঃ যেমন- উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তুর গ্রন্থনা, শিখন সামগ্রী প্রণয়নের নির্দেশনা, প্রাক-মূল্যায়ন, বিস্তরণ, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি।

- **শিক্ষাক্রম ডিজাইন (Curriculum Design)**

শিক্ষাক্রম হবে উদ্দেশ্যমুখী - এর বহুমুখী উদ্দেশ্য থাকতে পারে। বস্তুত শিক্ষাক্রম এমন একটি পরিচালিত ও সুবিন্যস্ত রূপরেখা যার মধ্যে থাকে -

- শিখনের যাবতীয় বিষয়বস্তু
- শেখা ও শেখানোর কলাকৌশল
- মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদ
- বাস্তবায়নের কৌশল
- প্রশিক্ষণ

- **যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম (Competency Based Curriculum)**

যোগ্যতা বলতে সুনির্দিষ্ট আচরণকে বোঝানো হয়

প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতার পটভূমিতে এ স্তরের শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের জন্য একটি বিষয় আমাদের কাছে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে, তা হল - এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিশুর কতটুকু আচরণিক পরিবর্তন ঘটবে - তার কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে বলে আমরা আশা করি - তা সুনির্দিষ্ট করা।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনে যোগ্যতা অর্জন

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিশুর শিক্ষা শুধুমাত্র তার বর্তমান চাহিদা মেটাবার বা বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যই নয়, ভবিষ্যত জীবনে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুখী মানুষ এবং সমাজের একজন সক্ষম সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্যও তাকে যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে। বর্তমান যুগে যে রকম দ্রুতগতিতে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনধারার পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তাতে আগামী কয়েক দশকে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব তা বলা মুশকিল। তাই আজকের দিনের শিশুকে এমন যোগ্যতা ও সামর্থ্য অর্জন করতে হবে যেন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে একজন সার্থক মানুষ এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে

যোগ্যতা একটি সুনির্দিষ্ট আচরণীয় রূপ লাভ করে

এ সামর্থ্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য অনাবশ্যক তত্ত্ব ও তথ্য শেখার পরিবর্তে একান্ত আবশ্যকীয় কতকগুলো যোগ্যতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনে শিশুকে সহায়তা করতে হবে। আর এই অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কাজে লাগিয়ে যখন বাস্তব জীবনে কোন সমস্যা সমাধানে সমর্থ হওয়াই হল যোগ্যতা। বস্তুত যোগ্যতা একটি সুনির্দিষ্ট আচরণীয় রূপ লাভ করে।

প্রান্তিক যোগ্যতা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যে কোন যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রথম শ্রেণী থেকে এবং তা চলতে থাকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। তবে কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর শুরু থেকে শেষ হওয়ার পর্যায় পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতার সমষ্টিই হল প্রান্তিক যোগ্যতা।

প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া প্রথম বা অপর কোন শ্রেণী থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী শ্রেণীগুলোতে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পঞ্চম বা তার নিচের কোন শ্রেণীতে সমাপ্ত হয়। এজন্য প্রত্যেকটি প্রান্তিক যোগ্যতার কতটুকু কোন শ্রেণীতে অর্জিত হতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

কোন একটি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য শ্রেণীভিত্তিক প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত ঐ যোগ্যতার বিভাজিত অংশের ক্রমবিন্যাসকে শিখনক্রম বলা যায়। এভাবে বিন্যস্ত যোগ্যতাসমূহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থীকে আবশ্যিকভাবে অর্জন করতে হবে বলে তাকে আবশ্যিক শিখনক্রম বলা হয়।

শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্রম শিক্ষাব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু

শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলবার শক্তিশালী ও কার্যকর পরিকল্পনা হল শিক্ষাক্রম। অন্যকথায় বলা যায় যে, শিক্ষাক্রম হচ্ছে - শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, সময়োপযোগী, কর্মভিত্তিক, গতিশীল করে পুনর্গঠন ও নির্মাণ করার একটি নীলনকসা বিশেষ। শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল - শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম ব্যতীত শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষাক্রম ছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রম ধারাবাহিক ও সঠিকভাবে চালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রম হচ্ছে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে কখন, কি ও কতটুকু শেখাতে হবে এবং কোন কোন বিষয় হাতে-কলমে শিখবে - শিক্ষাক্রম হল তারই রূপরেখা। এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা নানাবিধ। শিক্ষাক্রমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঃ

শিক্ষাক্রমের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ

- যে বিষয় বা জ্ঞান সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শনাক্ত করা।
- সমাজ ও ব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে শিক্ষার বিষয়বস্তু বিন্যাস করা।
- সকল শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা অনুসারে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা।

- শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা অনুসারে কাজের মাত্রা ঠিক করা।
- শনাক্তকৃত বিষয়বস্তু সহজ থেকে কঠিন - এ নীতি অনুসরণে বিন্যাস করা।
- শিক্ষার্থীর সামার্থ্য অনুসারে কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক বিষয়াদির চয়ন ও বিন্যাস করা।
- বিষয়বস্তুর পারম্পর্য, ধারাবাহিকতা, সমন্বয় বিধান করা।
- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের গুণগতমান উন্নতি করার জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণ জোরদার করা।
- বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন প্রকার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বমুখী অভিজ্ঞতা প্রদানের পথ প্রশস্ত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। কোন্‌টি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
- ক) শিক্ষাক্রম তৈরি ও শিক্ষাক্রম নির্মাণ
- খ) শিক্ষাক্রম প্রস্তুত ও শিক্ষাক্রম নির্ধারণ
- গ) শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা
- ঘ) শিক্ষাক্রম ডিজাইন

২। কোন্‌টিকে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা হয়?
- ক) শিক্ষাক্রম ডিজাইন
- খ) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন
- গ) শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা
- ঘ) শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা

৩। শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল -
- ক) শিখন সামগ্রী
- খ) পাঠ্যসূচি
- গ) শিক্ষাক্রম
- ঘ) শিক্ষক

পাঠ ১.৪ শিক্ষাক্রম ঃ সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা এবং সংগঠন ও পরিচালন-ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম এবং এদের উপ-বিভাগসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- সংগঠন ও পরিচালনভিত্তিক শিক্ষাক্রমের শ্রেণীবিভাগপূর্বক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার শিক্ষাক্রম

বিভিন্ন রকম শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাক্রম প্রচলিত রয়েছে। এসব শিক্ষাক্রমকে প্রথমত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-

- সাধারণ শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম (Curriculum for General Education), যেমন- মানবীয় ও বিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষাক্রম।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম (Curriculum for Technical and Vocational Education) যেমন- পলিটেকনিক ও টেকনিক্যাল শিক্ষাক্রম।
- পেশাগত শিক্ষার শিক্ষাক্রম (Curriculum for Professional Education) যেমন- শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম, চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম ইত্যাদি।

আবার একই শিক্ষাধারার বিভিন্ন শিক্ষাস্তর অনুযায়ীও শিক্ষক্রমের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন-

১. সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ
   - প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম
   - মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম
   - উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম
   - উচ্চ শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম

২. কারিগরি কৌশল ও বৃত্তির প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষাক্রমকে শ্রেণিকরণ করা যায়। যেমন-
   - কারিগরি শিক্ষার শিক্ষাক্রম
   - বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষাক্রম
   - কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম

৩. উচ্চ শিক্ষাস্তরের পেশাজীবীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রমকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন-
   - শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম
   - প্রকৌশল শিক্ষার শিক্ষাক্রম
   - চিকিৎসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম
   - আইন শিক্ষার শিক্ষাক্রম

পেশাভিত্তিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়ে হাতে-কলমে বারংবার অনুশীলন করে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করা হয়। অপরদিকে ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ এবং নীতি শিক্ষা সম্পর্কেও সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়।

সংগঠন ও পরিচালনভিত্তিক শিক্ষাক্রমের শ্রেণিবিভাগ

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সংগঠন, পরিচালনা, কার্যক্রমের পরিসর, জনবল, সময়, আর্থিক ও অন্যান্য যোগানের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়েছে। যেমন-

- **কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাক্রম**

এরূপ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের যাবতীয় কর্মকাণ্ড যেমন সংগঠন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, জনবল ও অন্যান্য যোগান কেন্দ্রীয়ভাবে প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যে সব দেশে একটি মাত্র ভাষা প্রচলন আছে, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তেমন কোন তারতম্য নেই সে সব দেশে এ ধরনের বাস্তবায়ন করা সহজ হয়। যেমন- বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম।

- **আধা-বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষাক্রম**

যেসব দেশে ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকার উভয়ে ভাগাভাগি করে শিক্ষার দায়িত্ব বহন করে সে সব দেশের ফেডারেল সরকার শিক্ষার বৃহত্তর কাঠামো বা রূপরেখা প্রণয়ন করে আর প্রাদেশিক সরকার উক্ত বৃহত্তর কাঠামো অনুসরণে প্রদেশের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়ন করে থাকে। যেমন- ভারতের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত বৃহত্তর কাঠোমোর আলোকে প্রাদেশিক সরকারসমূহ স্ব স্ব প্রদেশের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে থাকে।

- **বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষাক্রম**

যেসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা স্থানীয় জনগণের দ্বারা পরিচালিত হয় সে সব দেশে সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতির আলোকে স্থানীয় বিদ্যালয় কতৃপক্ষ ও সচেতন জনগণ স্ব স্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, নবায়ন, বাস্তবায়ন ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন- ইংল্যাণ্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম লোকাল এডুকেশনাল অথোরিটি (Loacal Education Authority) করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। কোনটি সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রম?
- ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষা
- খ) কারিগরি শিক্ষা
- গ) বিজ্ঞান শিক্ষা
- ঘ) প্রকৌশল শিক্ষা

২। কোনটি উচ্চতর পেশাশিক্ষার শিক্ষাক্রম?
- ক) কৃষি শিক্ষা
- খ) আইন শিক্ষা
- গ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা
- ঘ) ব্যবসায় শিক্ষা

৩। সংগঠন ও পরিচালনাভিত্তিক শিক্ষাক্রমকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
- ক) ৩ ভাগে
- খ) ৪ ভাগে
- গ) ৫ ভাগে
- ঘ) ৬ ভাগে

৪। বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষাক্রমে কারা প্রধান দায়িত্ব পালন করে?
- ক) শিক্ষক কর্মকর্তাগণ
- খ) স্থানীয় জনগণ
- গ) সাংসদগণ
- ঘ) সরকার প্রধান

পাঠ ১.৫ শিক্ষাক্রম ঃ প্যাটার্নভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- প্যাটার্নভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

প্যাটার্নভিত্তিক শিক্ষাক্রমের শ্রেণিবিভাগ

শিক্ষাক্রম সংগঠনে নানা রকমের প্যাটার্ন ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সকল নকসায় শিক্ষাক্রমের কোন কোন দিকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে সকল প্যাটার্ন দেখা যায় সেগুলোর ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ শিক্ষাক্রমের নামকরণ করা হয়। এরকম কয়েকটি শিক্ষাক্রম হচ্ছে -

- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম
- কর্মতৎপরতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম
- কোর বা মৌল কারিকুলাম
- ভাববস্তুভিত্তিক শিক্ষাক্রম

১. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম

বৈশিষ্ট্য

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এটি সবচেয়ে পুরানো এবং শিক্ষাক্রম সংগঠন ও বিন্যাস করার ধরন বা আকারের দিক থেকে সবেচেয়ে বেশি গৃহীত। নিচে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের চারটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল ঃ

- সহজ থেকে কঠিন বিষয়বস্তুর দিকে অগ্রসর হতে হয়।
- প্রয়োজনের তাগিদে শিখনের কাজ বলে।
- সমগ্র থেকে অংশের দিকে প্রসারিত হয়।
- সময়ানুক্রমিক বিন্যাসের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়।

২. কর্মতৎপরতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম

কর্মতৎপরতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ

বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা ও কৌতূহলকে ভিত্তি করে শিক্ষার যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়।
- শিখনের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর নিকট-পরিবেশ বা পরিমণ্ডল থেকে চয়ন করা হয় বলে তা শিক্ষার্থী আগ্রহের সাথে শেখে।
- শিক্ষার্থীর আগ্রহের বিষয়কে কেন্দ্র করে পাঠদান শুরু করা হয়। কোন বিষয় শিখতে শিশু বেশি আগ্রহী তা শিশুর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে করা হয় আবিষ্কার এবং তাদের কৌতূহল উজ্জীবিত করে শিখন শেখানো কাজে অগ্রসর হতে হয়।

৩. কোর কারিকুলাম

কি ও কেন?

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীর শিখন-অভিজ্ঞতাকে খণ্ডিত করে। 'কোর কারিকুলাম' এই খণ্ডিত শিখন-অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করেনা। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে একটি একীভূত সামগ্রিক রূপদানই এর উদ্দেশ্য। কোর কারিকুলাম শিক্ষাণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধনের মাধ্যমে এই একীভূত রূপটিকে নিশ্চিত করে। এতে করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুগুলো শক্তি লাভ করে এবং তাদের একটি পরিপূর্ণ রূপ আমরা দেখতে পাই। বস্তুত সমাজব্যবস্থার বিভাজনের কারণে শিক্ষাকে অবশ্যই কতগুলো সাধারণ আদর্শ ও মুল্যবোধকে ধরে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীর জীবন গঠনে এসকল আদর্শ মূল্যবোধের জীবন একান্ত প্রয়োজন। এ কারণেই 'কোর কারিকুলাম' সমাজের অগ্রযাত্রায় একটি ঐক্যশক্তি বা Unifying force হিসেবে কাজ করে।

বৈশিষ্ট্য

কোর কারিকুলামের অপরাপর বৈশিষ্ট্য হল ঃ

- মৌল বা কোর বিষয়ের (Core Subjects) ওপর অধিক জোর দেওয়া হয়।
- কোর এর আওতাভুক্ত বিষয়গুলো সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক।
- সমাজের বড় বড় সমস্যা শিক্ষাক্রম কাঠামোতে স্থান পায়।
- প্রয়োজনীয় দক্ষতা 'কোর'-এর অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- বিদ্যালয়ের বাইরের কাজগুলো সম্পন্ন করার পরিকল্পনা ছাত্র-শিক্ষক যৌথভাবে প্রণয়ন করে থাকে।

৪. ভাববস্তুভিত্তিক শিক্ষাক্রম

বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর সামগ্রিক বিকাশ সাধন করা। কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে কৃত্রিম সীমারেখা থাকায় শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। তাই বিষয়ের এই কৃত্রিম সীমানাকে ভেঙে তার পরিবর্তে ভাববস্তুভিত্তিক শিক্ষাক্রম উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন- শ্রীলংকার প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞান বিষয়ে এগারটি ভাববস্তুকে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

অপরদিকে থাইল্যাণ্ড ও মালয়েশিয়া প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি প্রধান অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে রচনা করেছে। নিচে এসব অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল ঃ

- **থাইল্যাণ্ড**

থাইল্যাণ্ডের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিডিসি) প্রচলিত শিক্ষাক্রমের অবকাঠামো পুনর্বিন্যাসের কাজ ১৯৭৫ সালে শুরু করে। পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে সে থাই সমাজের একজন কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। এ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর জন্য এমন কতগুলো মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে সে পড়তে, লিখতে ও হিসাব করতে পারে। এইসঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের জন্য যে সব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন সেসব উপাদানগুলো নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

ক্ষেত্র - ১ ঃ মৌলিক দক্ষতা অর্জনের বাহন হিসেবে থাই ভাষা ও গণিত। এ দুটি মূল বিষয় পাঠের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা অধিকতর জ্ঞান লাভের সুযোগ পায়।

ক্ষেত্র - ২ ঃ জীবন অভিজ্ঞতা বিষয়টি শিক্ষা লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামাজিক সমস্যা সমাধানের সঠিক পদ্ধতিটি চিহ্নিত করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে এমন কতগুলো বিষয়বস্তু চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলো সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচ্য। যেমন- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, সমাজ, ধর্ম, কৃষ্টি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও যোগাযোগ।

ক্ষেত্র - ৩ ঃ নৈতিক শিক্ষা বিষয় পাঠের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা সুচরিত্রা গঠন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সুন্দর দেহমন গঠনের উপাদান হিসেবে নীতি শিক্ষা, কলা, সঙ্গীত শাস্ত্র শারীরিক শিক্ষা ইত্যাদি এ বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক্ষেত্র - ৪ ঃ কর্মশিক্ষা বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মৌলিক ব্যবহারিক কর্ম অভিজ্ঞতা লাভ করে। এ কারণে কর্মশিক্ষার আওতাভুক্ত পাঠ্যাংশগুলো হল গৃহকর্ম, কুটির শিল্প, কাঠের কাজ, কৃষি ও অন্যান্য স্থানীয় অবস্থার প্রয়োজনীয়তাভিত্তিক বিষয়াদি।

ক্ষেত্র - ৫ ঃ বিশেষ অভিজ্ঞতা বিষয়টির আওতাভুক্ত বিষয় হিসেবে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা যা দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যে কথোপকথনের জন্যে প্রয়োজন হয়ে থাকে।

- **মালয়েশিয়া**

মালয়েশিয়ার প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমন্বিত করা হয় দুটি উপায়ে ঃ

(ক) সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে

(খ) অন্যান্য বিষয়ে সুনিপুণভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়বস্তু সম্পৃক্ত করে। সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বিতকরণের দুটি ধারা হচ্ছে ঃ

- প্রচলিত পুরাতন শিক্ষাক্রমে কিছুটা পুনর্বিন্যাস করে "বিজ্ঞান" নামে একটি পৃথক বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়।

মানুষ ও তার পরিবেশ

- বিজ্ঞানের কোন কোন দিক "স্বাস্থ্যশিক্ষা" নামক বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মালয়েশিয়ার নতুন প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে "মানুষ ও তার পরিবেশ" (Man and his Environment) নামক বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমন্বিত করা হয়েছে। "মানুষ ও তার পরিবেশ" বিষয়ে বিজ্ঞানের বেশ কিছু পাঠ্যাংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন- মৌলিক জীবনপ্রক্রিয়া, স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য ও পুষ্টি, শক্তি ও শক্তির উৎস এবং ভৌত পরিবেশ। এ নতুন বিষয়টির মধ্যে ভূগোল, ইতিহাস, জনস্বাস্থ্য, পৌরনীতি - এসব বিষয়ের ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে "মানুষ ও তার পরিবেশ" বিষয়টি কেবলমাত্র চতুর্থ শ্রেণীতে চালু করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. প্যাটার্নভিত্তিক শিক্ষাক্রমকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
   ক) ৩ টি
   খ) ৪ টি
   গ) ৫ টি
   ঘ) ৬ টি

২। 'কোর' কারিকুলামের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
   ক) ভাববস্তুর ওপর ভিত্তি করে কারিকুলাম প্রণীত
   খ) বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশ থেকে চয়ন করা হয়
   গ) কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক
   ঘ) কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো পরস্পর সম্পৃক্ত থাকে

৩। মালেশিয়ার শিক্ষাক্রমে "Man and his Environment" কি?
   ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমন্বিত একটি বিষয়
   খ) স্থানীয় ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়
   গ) পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ক শিক্ষাক্রম
   ঘ) শিক্ষণীয় বিষয় পরিবেশ বিষয়ক

৪। ভাববস্তুভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের যুক্তি কি?
   ক) বিভিন্ন বিষয় সমন্বিত করা
   খ) নিকট পরিবেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা
   গ) জীবন-পরিবেশকে বিষয়বস্তু চয়ন করা
   ঘ) বিষয়ের কৃত্রিম সীমা দূর করা

পাঠ ১.৬ শিক্ষাক্রম ঃ সমন্বিত ও উদ্ভাবনামূলক শ্রেণিবিভাগ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সমন্বিত শিক্ষাক্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কৌশল ও যৌক্তিকতা বিবৃত করতে পারবেন ;
- সমন্বিত শিক্ষাক্রমের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- সমন্বিত শিক্ষাক্রমের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষাক্রম বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

সমন্বিত শিক্ষাক্রম ঃ সংজ্ঞা

সত্তর দশকের শেষার্ধ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের বহু দেশে প্রাথমিক শিক্ষার সনাতন, বিষয় ও শিক্ষককেন্দ্রীক শিক্ষাক্রমের পরিবর্তে সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে বাস্তব শিক্ষার সঙ্গে জীবনের নিবিড় যোগাযোগ ঘটেছে। শিক্ষণীয় বস্তুর আকর্ষণ বেড়ে যাওয়াতে শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহী হয়েছে এবং শিক্ষার কার্যকারিতা বেড়ে গেছে বহুগুণে। তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আঙ্গিকে সমন্বিত শিক্ষাক্রমের ধারণা কার্যকরী হয়েছে। অন্যকথায়, বিভিন্ন দেশে তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার আলোকে সমন্বিত শিক্ষাক্রমকে সংজ্ঞায়িত করেছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সমন্বিত শিক্ষাক্রমের কোন একক এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করা কঠিন। নিচে সমন্বিত শিক্ষাক্রমের কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হল ঃ

ইউনেস্কো (১৯৮২) সালে সর্বপ্রথম সমন্বিত শিক্ষাক্রমের যে সাধারণ সংজ্ঞাটি প্রদান করে তা হল ঃ

"Conventionally, the term 'curriculum integration' was used to denote combining two or more subjects to form a meaningful learning area that would help effective integration of learning experiences in the learner."

ওপরের সংজ্ঞায় একথা বলা হয়েছে যে, সমন্বিত শিক্ষাক্রমে দুটি বা তারও বেশি বিষয়কে একীভূত করা হয় এবং এর ফলে একটি অর্থবহ শিক্ষার ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই শিক্ষার ক্ষেত্রটি শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতাকে কার্যকরভাবে সমন্বিত করতে পারে। এই সংজ্ঞা অনুসারে সমন্বিত শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ

- দুটি বা তারও বেশি বিষয়কে একত্রিত করা
- এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্রগুলো বেছে নেওয়া
- এ ক্ষেত্রগুলোর বিভিন্ন দিকের ওপর জ্ঞান পরিবেশন করা

সিউলের শিক্ষা ইনস্টিটিউট ও ইউনেস্কো যৌথ উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প (১৯৮০) সমন্বিত শিক্ষাক্রমকে দক্ষিণ কোরিয়ায় সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে ঃ

" . . . . . the reconstruction of knowledge and experiences as a whole to suit the needs and life situation of children with a view to enabling them to develop individually and become useful members to the society. অর্থাৎ, সমন্বিত শিক্ষাক্রমে শিশুর চাহিদা ও জীবন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সামগ্রিকভাবে পুনর্গঠিত করা হয়।

সমন্বিত শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞার পরিধি পরবর্তীকালে আরও প্রসারিত হয় তা হল ঃ

In a broader sense the term "integrated approach" refers to a method of instruction in which children work on a theme or on a topic or on an activity or on a real-life problem in which the work involves competencies related to more than one discipline or subject area. An integrated curriculum is one in which the subject boundaries are ignored and is based on the natural and spontaneous inquiry of children as well as on the activities and experience of the learners which do not respect subject divisions. In other words, integrated curriculum involves organization of the content and the teaching-learning process around themes or activities or problems or process which require interdisciplinary learning.

সমন্বিত শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা সমন্বিত শিক্ষাক্রমের যে বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারি, তা হল ঃ

- এতে শিশুরা একটি ভাববস্তুকে কেন্দ্র করে শিখন অভিজ্ঞতা লাভ করে।
- এই ভাববস্তুটি একান্তভাবে জীবন সম্পৃক্ত।
- শিখনের ফলে শিশুরা যে যোগ্যতা অর্জন করে তা একাধিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।
- সমন্বিত শিক্ষাক্রমে বিষয়ের মধ্যকার কৃত্রিম সীমা অপসারিত হয়।
- শিশুদের স্বাভাবিক জানার ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে শেখার কাজ চলতে থাকে।
- এতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ঘটে এবং শেখার অভিজ্ঞতাগুলো একটি 'সমগ্ররূপ' লাভ করে।

বস্তুত সমন্বিত শিক্ষাক্রম এমন একটি শিক্ষাক্রম যাতে শিক্ষার্থীর শেখার কাজে বিষয়ের সীমারেখার বাইরেও যেতে হয় অর্থাৎ বিষয়ের কৃত্রিম সীমারেখা নয় বরং শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশই শিক্ষাক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয়। এতে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে শিক্ষার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করতে হয়।

সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রণয়নের যৌক্তিকতা

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে আর এসব সমস্যা শিক্ষার মাধ্যমে উত্তরেণের জন্য শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উদ্ভাবন করা হচ্ছে। বিগত তিন দশক ধরে শিক্ষাক্রম উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সমন্বিত শিক্ষাক্রম একটি উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন। এরূপ সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রধান প্রধান যুক্তি হল ঃ

মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় যুক্তি (Psychological and Pedagogical Reasons)

- শিশুরা শেখার বিষয়গুলোর মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্য খুঁজে পায়। এতে তাদের শিখন অভিজ্ঞতা একটি অখণ্ড রূপ লাভ করে। ফলে তাদের শেখার কাজ আনন্দদায়ক ও কার্যকর হয়ে থাকে
- শিশুরা তাদের নিকট পরিবেশকে দেখে শুনে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং জ্ঞানের বিষয়গুলো তাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে তারা নিজের মতো করে ভাবতে ও বিচার করতে শেখে।
- এতে বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি কমে যায়। ফলে শেখার বিষয়গুলো শিশুর কাছে হালকা বোধ হয়।
- এতে শেখানোর বিষয়বস্তুগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত থাকে। ফলে শেখার কাজ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সামাজিক চাহিদার প্রতিফলন (Reflection of Social Needs)

- এতে সমকালীন সামাজিক চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে।
- এতে প্রতিদিনের জীবন অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ট যোগসূত্র বজায় থাকে।
- এতে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপিত হয়।

শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক যুক্তি (Academic and Administrative Reasons)

- সমন্বিত শিক্ষাক্রম কতগুলো শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক সুবিধা দিয়ে থাকে। এ সুবিধাগুলো হচ্ছে ঃ
  - পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা হ্রাস
  - বিষয়বস্তুর গুণগত মান বৃদ্ধি
  - পাঠ্যপুস্তকের ব্যয় হ্রাস
  - পরিবহণ, বিতরণ ব্যয় ও শ্রম হ্রাস

সমন্বিত শিক্ষাক্রমের গঠন-বিন্যাস

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশে সমন্বিত শিক্ষাক্রমের গঠন বিন্যাসে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গঠন বিন্যাস হল ঃ

- প্রধান প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঃ যেমন- যোগাযোগ, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান পরিবেশ পরিচিতি ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধিত।
- ভাববস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন ঃ যেমন- আমাদের পরিবার, পরিবারের গঠন, পরিবারের কার্যাবলি, পরিবারের আকার ইত্যাদি একই ভাববস্তুর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
- শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে উদ্ভুত বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনঃ যেমন- শিশুর রাস্তা পারাপার সমস্যা, যানজট, পরিবহণ ও যাতায়াত।

সমন্বিত শিক্ষাক্রমের শ্রেণিবিভাগ

সমন্বিত শিক্ষাক্রম সাধারণত একটি দেশের শিক্ষানীতি ও সময়ের চাহিদা এবং শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের নির্দেশনার আলোকে প্রণয়ন করা হয়। প্রণয়ন কৌশলের দিক থেকে সমন্বিত শিক্ষাক্রমকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা ঃ

১. কেন্দ্রীয় পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে একদল বিশেষজ্ঞকে কেন্দ্রীয়ভাবে মনোনীত করে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অতঃপর প্রণীত শিক্ষাক্রম সারা দেশে প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম কেন্দ্রীয় পদ্ধতিতে প্রণীত হয়।

২. বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম স্থানীয়ভাবে প্রণয়ন করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষাক্রম যাঁরা ব্যবহারকারী (শিক্ষক, পরিদর্শক, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) তাঁরাই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে থাকেন এবং তাঁরাই বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যেমন- ভারতের রাজ্য সরকার প্রাইমারী এডুকেশন শিক্ষাক্রম কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

৩. মিশ্র পদ্ধতি

এ পদ্ধতি কেন্দ্রীয় ও বিকেন্দ্রীয় এই দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত। যেমন- রিপাবলিক অব কোরিয়া এবং থাইল্যাণ্ড এর কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, সুপারভাইজার সম্মিলিতভাবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। তাছাড়া জাপান ও মালয়েশিয়া মিশ্র পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে থাকে।

সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কৌশল

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহ মোটামুটিভাবে একই পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে থাকে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে যে সব ধারাবাহিক পর্যায় অনুসরণ করা হয় সেগুলোকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন -

- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য প্রণয়ন
- শিখন অভিজ্ঞতার রূপরেখা প্রণয়ন
- শিক্ষাক্রম ও শিখন সামগ্রীর প্রাক্ মূল্যায়ন
- প্রাক্ মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম চূড়ান্তকরণ
- শিখন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী মুদ্রণ ও দেশব্যাপী বিস্তরণ

উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষাক্রম

বর্তমান বিশ্বে কিছু নতুন প্রযুক্তি সমস্যাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এগুলোর জন্য শিক্ষাক্রমও প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সকল শিক্ষাক্রমকে "উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষাক্রম" নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন -

- জনসংখ্যা শিক্ষার শিক্ষাক্রম
- এইডস বিষয়ক শিক্ষাক্রম
- মাদকাসক্তি বিষয়ক শিক্ষাক্রম
- কম্পিউটার বিষয়ক শিক্ষাক্রম
- বায়োটেকনোলজি শিক্ষাক্রম
- সৌরশক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত শিক্ষাক্রম
- তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষাক্রম
- সমরাস্ত্র ও সামরিক কৌশল বিষয়ক শিক্ষাক্রম ইত্যাদি।

সমকালীন জীবন বাস্তবতা থেকেই উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষাক্রম উদ্ভূত হয়েছে। এ সকল শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীকে একদিকে যেমন সমস্যা সচেতন করে, অন্যদিকে তেমনি নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ দিয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। সমন্বিত শিক্ষাক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কি?
- ক) শিক্ষণীয় বিষয়ের ঐক্য
- খ) পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা হ্রাস
- গ) পরিবহণ ব্যয় হ্রাস
- ঘ) শিক্ষকের পেশাগত মান বৃদ্ধি

২। সমন্বিত শিক্ষাক্রমের স্বরূপ কোন্‌টি?
- ক) ভাববস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন
- খ) জ্ঞান ও আচরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন
- গ) বিষয়বস্তুর গুণগত মান বৃদ্ধিকরণ
- ঘ) শিক্ষাক্রমের অহেতুক বোঝা হ্রাসকরণ

৩। কোন্ দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষাক্রমের প্রচলন রয়েছে?
- ক) বাংলাদেশ
- খ) ভারত
- গ) জাপান
- ঘ) মালয়েশিয়া

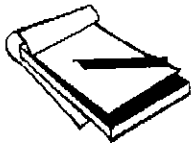

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। শিক্ষাক্রমের একটি ব্যবহারিক সংজ্ঞা লিখুন।

২। ওচস-এর মতে শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য কি কি?

৩। কার এবং সেলর ও আলেকজাণ্ডার শিক্ষাক্রমের কি সংজ্ঞা দিয়েছেন?

৪। শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর কি উপায়ে নির্ধারিত হয়?

৫। শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন দিকগুলো কি কি?

৬। শিক্ষাক্রমকে কখন 'সিস্টেম' বলা যাবে?

৭। শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর নিরূপণে বিবেচ্য দিকসমূহ উল্লেখ করুন।

৮। শিক্ষাক্রম বিষয়ক ধারণার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিকভাবে আলোচনা করুন।

৯। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম কি ও কেন? আলোচনা করুন।

১০। শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা কি?

১১। শিক্ষাক্রমের প্রাথমিক শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করুন।

১২। কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

১৩। আধাকেন্দ্রীভুত শিক্ষাক্রম কি? উদাহরণ দিন।

১৪। সাংগঠনিক ও পরিচালনভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক শ্রেণিবিভাগ করুন।

১৫। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য কি?

১৬। 'কোর' কারিকুলাম কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন।

১৭। ভাববস্তুভিত্তিক কারিকুলাম কি? দৃষ্টান্ত দিন।

১৮। মালয়েশিয়ার শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কিভাবে সমন্বিত করা হয়েছে।

১৯। সমন্বিত শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য কি?

২০। সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রণয়নে একাডেমিক প্রশাসনিক যৌক্তিকতা কি কি?

২১। শিক্ষাক্রমের গঠন বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য কি কি?

২২। কেন্দ্রীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সুবিধা কি?

২৩। সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কৌশল বিবৃত করুন।

২৪। উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক দৃষ্টান্ত দিন।

উত্তরমালা - ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১। খ, ২। ক, ৩। ঘ

পাঠ ১.২

১। ক, ২। ক, ৩। গ

পাঠ ১.৩

১। ক, ২। খ, ৩। গ

পাঠ ১.৪

১। গ, ২। খ, ৩। ক, ৪। খ

পাঠ ১.৫

১। খ, ২। গ, ৩। ক, ৪। ঘ

পাঠ ১.৬

১। ক, ২। খ, ৩। ক